গুরুসেবার অপরিহার্য্যতা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গুরুসেবা একপ্রকার মহৎ সাধনা। দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও একাগ্র সেবা-সাধনার মধ্য দিয়াই শিষ্য ধীরে ধীরে লাভ করে গুরুসেবার উচ্চ অধিকার। একদিকে গুরুবাক্যে, গুরুর কর্মে অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি সার অন্যদিকে কঠোর সংযম, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য ও ঐকান্তিক সাধনা— এই প্রকার মানদণ্ডের সমতা ও সুসামঞ্জস্যের ভিত্তিতে গুরুগত প্রাণ শিষ্য 'সেবক' রূপে গুরুসেবার অখণ্ড অধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে একনিষ্ঠ গুরুসেবাই প্রকৃত গুরুপূজা। গুরুসেবার মধ্য দিয়ে সাধক ভক্তিযোগে দাস্যভাবের সাধনার স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হন। গুরুদাস না হলে গুরুর সৎগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না আর গুরুও তাঁর শক্তি শিষ্যের মধ্যে আরোপ করতে পারেন না। ''মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং'' হলে পরে তবেই সব হয়। বেশীরভাগের ক্ষেত্রেই তো ''মন্ত্রমূলং নিজবাক্যং''—আর কার কি হবে? গুরুও হতাশ হয়ে পড়েন।

যে সদগুরুলাভ করে তার সদ্‌গুরুসঙ্গই প্রকৃত সৎসঙ্গরূপ পরমধর্ম। কারণ, সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর কৃপায় মানুষ নিদারুণ কর্মফলরূপ প্রারব্ধকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। পাপ বা পুণ্য, এই দুই প্রকার কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎ সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না। যে মনে করে সদ্‌গুরুসঙ্গ ত্যাগ করে ধর্মপথে থাকবে, তার অধর্মই সাধিত হয় বেশী; কারণ, সে স্বার্থপর। নিঃস্বার্থভাবে তার আর কোন কর্ম করা প্রবৃত্তিমার্গে হয়ে ওঠে না। নিঃস্বার্থ না হলে সদ্‌গুরুচরণে সমর্পণ করা যায় না। আর সদ্‌গুরুতে সমর্পণ না থাকলে কোন কিছুই হবার নয়। প্রবৃত্তিমার্গে থাকে কামনা-বাসনা আর নিবৃত্তিমার্গে থাকে নিষ্কামতা। নিষ্কাম না হলে প্রকৃত আনন্দলাভ করা যায় না। সদ্‌গুরুসঙ্গে গঙ্গাস্নান আর স্বার্থের সংসারের সান্নিধ্যে মায়ার সরোবরে পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে থাকা—সে সৎ ধর্ম কোথায়?

সদ্‌গুরু প্রদত্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ বা ব্রাহ্মী দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া হল ধর্মপথের প্রথম পদক্ষেপ। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যারূপ আত্মজ্ঞানের সাধনায় মূলতঃ সাতটি পর্য্যায় আছে। যথা—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনী ও তুর্যাগা। সৎ-অসৎ বিচারের ফলে মনুষ্য হৃদয়ে এই ধারণা হয় যে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বস্তুই অনিত্য। এ অবস্থায় সদ্‌গুরুকরণ করে শমদমাদি অভ্যাসের ফলে সাধকের চিত্ত অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হয় এবং সাধক বুঝতে পারেন, জাগতিক সংসার হতে মুক্তিলাভই হল জীবনের চরম লক্ষ্য। তখন সকল দুঃখের অবসানে পরমানন্দ সম্ভোগের ব্যাকুল আগ্রহে সাধক প্রাণে জাগে মোক্ষলাভের আকুতি। তখনই লাভ হয় জ্ঞানের প্রথম ভূমি ''শুভেচ্ছা''। তাহা লইয়া সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হন জ্ঞানভিক্ষু সাধক এবং গুরু নির্দেশিত যোগবিদ্যা লাভ করে তখন যম, নিয়মাদি বহিরঙ্গ সাধনা করে সাধকের শুদ্ধ হয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। তখন তিনি অভ্যাস করেন সদাচার, উপাসনা, সদ্‌গুরুসেবা, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্ম জ্ঞাননিষ্ঠা—এটিই বোধবিকাশের জ্ঞান-সাধনার দ্বিতীয় সোপান 'বিচারণা'। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এটি 'অষ্টাঙ্গ যোগ'। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, অকপটতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, মিতাহার ও শৌচাচার—এই দশটি 'যম'। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, পাপকর্মে লজ্জাবোধ, মতি, জপ ও যজ্ঞ—এই দশটি 'নিয়ম'। আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই তিনটি 'বহিরঙ্গ সাধন'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এ তিনটি 'অন্তরঙ্গ সাধন'। নিঃসংশয় চিত্তে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য রাগ-দ্বেষ ও অশুভ সংস্কার দূরীভূত হয়। তখন সাধক-আধারে দেখা দেয় অতীন্দ্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতা। এটি তৃতীয়স্তর 'তনুমানসা'। এরপরে কঠোর অন্তরঙ্গ সাধনে সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে

ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হয়; তখন অনুভূত হয় জগৎ অনিত্য, প্রকৃত সত্যের প্রতিরূপ মাত্র, ব্রহ্ম ও আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় সত্য— পরম সত্য—ধ্রুবপদ—এটি চতুর্থ সোপান 'সত্তাপত্তি'। এ অবস্থায় সাধক-যোগী পদে আসীন হয়ে ইহসংসার বন্ধন ও জন্ম-মৃত্যুর অতীতাবস্থা লাভ করেন। আত্মদর্শনে যোগী হন ত্রিকালজ্ঞ। কিন্তু ধ্যানবস্থায় যে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন হয় ব্যুত্থান অবস্থায় যোগী তা হতে বঞ্চিত হন। পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম হবার জন্যে ও পরমানন্দ লাভার্থ সমাধি পরিপক্কতায় পরিণত হয় স্বভাবে; এজন্য চাই নিরন্তর অন্তরঙ্গ সাধনা। সুদীর্ঘকাল তীব্র অভ্যাসযোগের ফলে সাধক পর্য্যায় ক্রমে উন্নীত হন পঞ্চম হতে সপ্তম স্তরে। তখন প্রজ্ঞালোকে আনন্দবোধের চরম অবস্থায় উপনীত হয়ে যোগীর বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য পরিণত হয় অনুপম মাধুর্য্যে; তখন সমাধি জাগ্রত অবস্থায় সাধকের অন্তর-বাহির সদাই সচ্চিদানন্দময়। যুক্তযোগীর সাধন জীবনে তখনও আসে না চরম ও পরম সার্থকতা। সেজন্য চাই জ্ঞান ও যোগের সহিত ভক্তি ও প্রেমের পূর্ণতম সমন্বয় ও সাধন। একমাত্র সদ্‌গুরুর অসীম কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে ভক্তহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় এই সুদুর্লভ ভক্তিলতা বীজ। ভক্তির পথে শুদ্ধাভক্ত প্রবেশ করেন প্রেমরাজ্যে এবং সম্ভোগ করেন ভগবৎলীলা রসামৃত। পরাভক্তি ও প্রেমলাভেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ভক্তের সাধন জীবনে সূচিত হয় মহা মহাসিদ্ধি, লাভ হয় শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের সান্নিধ্য এবং লাভ করেন মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। অতএব, সদ্‌গুরু-গোবিন্দের ধ্যান ও আরাধনায় সেবা ও পরিচর্য্যায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে না পারলে পূর্ণতম মহিমময় ধর্মরাজ্য অধিকার করা যায় না।

শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা শ্রী বিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত

কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হয়ে শ্রীরাধা চলেছেন মিলনের জন্য। তিনি ভাবছেন মনে মনে, আমি গিয়ে দেখব কৃষ্ণ আমার বিরহে পাগলের মত হয়েছেন। তিনি যেতে যেতে দেখলেন, পথে কৃষ্ণ ও রাধা ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে পুষ্পনির্মিত দোলায় দোল খাচ্ছেন। তিনি রাধারূপী নারীটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কে?'' সে বলিল,''আমি রাধা আর ইনি কৃষ্ণ।'' রাধা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, ভাবলেন কৃষ্ণের কি এই আচরণ? আবার খানিকটা গিয়ে দেখলেন অনেক কৃষ্ণ ও অনেক রাধা রাসমঞ্চে সমবেত হয়ে নৃত্য করছে। রাধা সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং রাস-নৃত্যের অবসানে কোন নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করলেন,''তুমি কে?'' সেই নায়িকা জবাব দিল, ''আমি রাধা - কৃষ্ণের সঙ্গে রাসমঞ্চে নৃত্য করছিলাম।'' শ্রীরাধা এবার মনোবেদনায় কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চল্‌লেন, মনে মনে বললেন, ''এবার কৃষ্ণের দেখা পেলে তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব, - বলব - শঠ, প্রবঞ্চক, তুমি না বলেছিলে আমারই তুমি? তুমি মিথ্যাবাদী!'' এইরূপ ভাবতে ভাবতে শ্রীরাধা রোষভরে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং কিছুদূর গিয়ে দেখলেন যে

শ্রীকৃষ্ণ দোল-পূর্ণিমার রাত্রে কত নারীর সঙ্গে হোলি খেলছেন। তিনি একটি নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কে?'' উত্তরে সেই নারী বললেন, ''আমি রাধা—কৃষ্ণের সঙ্গে হোলি খেলছি।'' রাধা সেইখানে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। তখন কৃষ্ণ মূর্চ্ছিতা রাধার মাথা কোলে তুলে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যত্নে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,''রাধা, তুমি পাগল, এক রাধার অনন্ত রূপ, এক শ্যামের অনন্ত রূপ, আমিই ঐ, তুমিও ঐ। তুমি অভিমানে অন্ধ হয়েছিলে, তাই বুঝতে পারনি। পথে যে সব তোমার ও আমার মূর্ত্তি দেখছিলে, সেগুলি সাধকদের কল্পিত মূর্ত্তি, ভক্তিরসে জমাট্ বেঁধেছে, ওসব আমাদের ছায়া মূর্ত্তি। আসলে তোমায় আমায় মূহুর্তের বিচ্ছেদ নেই। তুমি ছাড়া আমি নই, আর আমি ছাড়া তুমিও নও। তুমিই আমি, আর আমিই তুমি।''